ভোরের কাগজ

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

সেশন জট কমাতে মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান সেশনজট সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষকদের জবাবদিহিতা স্থাপনের সুপারিশ করেছে। এছাড়া কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য আপগ্রেডেশনের নীতিমালা বাস্তবায়নেরও সুপারিশ করেছেন।

কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯তে উপরোক্ত সুপারিশগুলো করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল রোববার জাতীয় সংসদে উপরোক্ত রিপোর্ট উত্থাপন করেন।

কমিশন বলেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে নর্থসাউথ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এশিয়া প্যাসিফিক, ইস্টওয়েস্ট, আমা এবং আইইউবিটিতে বিগত বছরগুলোতে 'ও' লেভেল পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো হয়েছে। এ ব্যবস্থা দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিপন্থী বলে কমিশন উল্লেখ করেছে। এছাড়া কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অবিলম্বে নিজস্ব ভূমি এবং ভবনে স্থানান্তর করা এবং তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করারও সুপারিশ করেছে। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত আইনের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত তহবিলে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমা করেনি তাদেরকে অবিলম্বে ওই তহবিলে পূর্ণ টাকা জমা দেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশ জারি করতে বলেছে কমিশন। টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করার জন্যও কমিশন সুপারিশ করেছে।

মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্ণকালীন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। কমিশনের মতে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে অন্তত একজন অধ্যাপকসহ তিনজন পূর্ণকালীন সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। এছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং একই শিক্ষকের নাম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষক তালিকায় উল্লেখ করেছে। কমিশনের মতে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এভাবে শিক্ষক নিয়োগের ফলে একদিকে যেমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদান কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানও ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে।